সংবাদ

তারিখ ... 01 ... 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গতকাল বইমেলার শেষ দিনে ক্রেতাদের ভিড় —সংবাদ

ইংরেজি আরবি মাধ্যম শিক্ষা বাংলাকে পিছে ঠেলছে

— আহমেদ রফিক

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ভাষা সৈনিক আহমেদ রফিক বলেছেন, ব্যাপক ইংরেজি মাধ্যম আরবি মাধ্যমে শিক্ষা বাংলাকে ক্রমাগত পিছে ঠেলছে, এমনকি সাম্প্রতিক 'ইংলিশ ভার্সন' সবই শাসকশ্রেণীর প্রশ্রয়ে। একমাত্র একটি আদর্শিক সমাজ বিপ্লবই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। গতকাল রাজধানীর এশিয়াটিক সোসাইটি মিলনায়তনে সোসাইটির ১২তম মাসিক সাধারণ সভায় 'একুশের চেতনা : প্রভাব ও পরিণাম' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি এসব কথা বলেন।

আহমদ রফিক বলেন, সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণীর সঙ্গে লড়াইয়ে বিজয়ী বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণী ঔপনিবেশিক ভাষিক সংস্কৃতিকে ধারণ করেই আত্মস্বার্থে শিল্পে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শাসনযন্ত্রের পরিচালনায় একুশে চেতনাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বর্জন করেছে, ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্র, এমনকি চীন, জাপান যা করেনি। এর পিছনে রয়েছে যেমন শিক্ষিত সমাজের নানামাত্রিক শ্রেণীস্বার্থ তেমনি ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারজাত হীনমন্যতা। তিনি বলেন, বর্তমানে দৃশ্যমান ভাষিক ভাবাবেগে বা ভাবোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ভাষিক জাতিচেতনার আত্মিক যোগ নেই বললেই চলে। গোটা বিষয়টিই বহিরঙ্গের। একুশের আনুষ্ঠানিকতা আসলে একুশের মানসিক দায়মোচন। এ অবস্থায় জীবনাচরণে মাতৃভাষায় মানসম্পন্ন শিক্ষা ও ভাষার নির্ভুল ব্যবহার যে পিছিয়ে পড়েছে এটাই স্বাভাবিক পরিণাম। সভায় ইংরেজি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

ইংরেজি : আরবি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

'একুশের ভাবনা : সেকাল ও একাল' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি প্রাবন্ধিক মফিদুল হক ও 'ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. ফিরোজা ইয়াসমীন। অনুষ্ঠানে সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক একেএম গোলাম রব্বানীসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন। মফিদুল হক বলেন, বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারি যে বিপুল প্রভাব-সঞ্চারী হয়েছে সেটা নিয়ে কোন দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ নেই। ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা, এটা এখন বহুল প্রচলিত উক্তি। বায়ান্নো থেকে একাত্তর অবধি যে উজ্জ্বল অভিযাত্রা আমরা লক্ষ্য করি সেটা তো অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোয় উদ্ভাসন, বাঙালিত্বের চেতনায় সংহত হয়ে বাঙালির জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

তিনি বলেন, একুশের আরেক তাৎপর্য নিহিত রয়েছে জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশ তথা আত্মপরিচয়ে বলিষ্ঠ ও স্থিত হওয়ার মধ্যে। সেখানেও আমরা দেখি অনেক দুর্দশা। আজকের বিশ্বায়নের দাপটে কুণ্ঠিত ও বিভিন্ন জাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির নিরিখে একুশে নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যবহ। আরও কতভাবে একুশ আমাদের জাতীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা গভীরভাবে অনুধাবন এবং সেই নিরিখে পথরেখা তৈরি জরুরি। একুশে আগামীর পথও তৈরি করে দিচ্ছে, কিন্তু সেই পথরেখা কি আমরা চিনে নিতে পারছি? তিনি বলেন, বাঙালি জাতীয় চেতনার সংহতি ও বিকাশের নিরিখে আগামীকালের জন্য একুশে কোন তাৎপর্য বহন করে সেটার পর্যালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে ব্যাপক আলোচনা ও বিশ্লেষণ আমাদের কাম্য। জাতীয়ভাবে দেখলে মাতৃভাষার অধিকারের সার্বজনীনতা বলতে কী বোঝায় সেটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। মাতৃভাষার অধিকারের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে শিক্ষার অধিকার এবং সার্বজনীন গণশিক্ষা এর ভিত্তি। শিক্ষার প্রসারতা ঘটলেও এর সার্বজনীনতা আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি। শিক্ষার আরেক দিকে রয়েছে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ও সুযোগ। এক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক।

ড. ফিরোজা ইয়াসমীন বলেন, ভাষা আন্দোলনে বাংলা ভাষা সংক্রান্ত দুটি প্রধান দাবি ছিল- রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার মর্যাদা নিশ্চিতকরণ ও সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন। এই দুটি দাবির মধ্যে প্রথমটি পূরণ হলেও দ্বিতীয় দাবিটি আজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় দাবিটির পরিপূর্ণ সফলতার জন্য সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিকূলতা নিয়ে ভাবা প্রয়োজন এবং এসব প্রতিকূলতা দূর করার জন্য কার্যকর কর্মপন্থা নির্ধারণ আবশ্যক। তিনি আরও বলেন, আন্দোলন করে বাংলা ভাষার অধিকার আদায় করতে হয়েছিল কিন্তু বাংলাদেশের চারপাশের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে মনে হয় ইংরেজি ভাষার কাছে বাংলা ভাষা যেন ক্রমশ আত্মসমর্পণ করছে। এই আত্মসমর্পণ একুশের চেতনার পরিপন্থী। বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, ছাব্বিশে মার্চ, ষোলই ডিসেম্বর ও বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপনের আগ্রহ ও ব্যাপকতা প্রমাণ করে যে এদেশের জনগণের জাতীয়তাবাদের চেতনা এখনও জাগ্রত আছে। এই চেতনাকে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় ও উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে।